

নির্ব্বারের স্বপ্নভঙ্গের রবীন্দ্রনাথ

-বিপ্লব

সাহিত্যে প্রত্যেকে নিজের মতন করে সৃষ্টিকে বুঝবেন, সেটাই স্বাভাবিক। সেখানে তর্কের জোর খাটে না বলেই সেটা সাহিত্য। নইলে হতো বিজ্ঞান।

আমার বক্তব্য ছিল হুমায়ুন আজাদের রবীন্দ্রবিশ্লেষণ যেটেকে পড়লাম (নারী), সেটা মানতে পারলাম না। সাহাদাতের হুমায়ুনীক রবি প্রবন্ধ পড়ে, সেই ধারণাতো ভাঙলই না, বরং আরো বন্ধমূল হলো। হুমায়ুন আজাদের কোন বই এপার বাংলায়, দেখি নি। তাই পড়া হয় নি। সেটা আমি আগেই স্বীকার করেছি। আমার বক্তব্য ছিল শুধু তাঁর নারী প্রবন্ধ নিয়ে।

হুমায়ুন আজাদ রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসেন, না পূজো করেন, না ঘৃণা করেন, সেটা বিতর্কের বিষয় নয়। বক্তব্য ছিল তার বিশ্লেষণ ভুল না ঠিক। আপাতত এটা নিশ্চিত ভাবেই প্রমানিত, গুরুদেবের নারীবিরোধী সামন্ততান্ত্রিক বাক্যগুলি, নেহাতই হিন্দু দর্শন প্রসূত। স্ত্রীজাতির প্রতি তার সন্মানদায়িক মনোভাব, ব্রাহ্মসমাজের সমকালীন ধারণা। এতে ভিক্টোরিয়ান গন্ধ নেই। তাই হুমায়ুন আজাদের বিশ্লেষণ ভুল।

সাহাদাতের প্রবন্ধের শুরুই হয়েছে ভেজাল দিয়ে। উপনিষদ এক ভেজাল। তারপর উপনিষদ না বুঝে, কবিকে ভিক্টোরিয়ান নারীবাদী বিদেশী বলে গালাগাল বা শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি বলে ভজনা, আরো বেশী ভেজাল।

প্রবন্ধের শুরুতেই ভেজাল। শুরু হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের পরম সত্তায় বিশ্বাস নিয়ে। উপনিষদের অদ্বৈতবাদই, ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি। পরমসত্তা আর আত্মসত্তায় এখানে পার্থক্য হয় না- মায়ার পর্দা ভেদ করে আত্মচেতন্য জাগ্রত হয়। গীতাঞ্জলীতে তো একটাই বক্তব্য-অহংয়ের ক্ষুদ্রতা বিসর্জন দিয়ে ব্রহ্ম বা পরমের উপলব্ধি করা। সেখান থেকেই খুঁজে পাবে, আরো বৃহৎ সমৃদ্ধ আমি। যেখানে বলতে পারবে, আমিই সেই-আত্মসত্তার সাথে পরামাত্মার সত্তার পার্থক্য নেই। এটাই গুরুদেবে বক্তব্য। আত্মঅহং বিসর্জনের মাধ্যমে যা দেবে, তার বহুগুন ফিরে পাবে নব্য চেতনার অদ্বৈত বৃহৎ অহমে। [এটা পরমসত্তা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস নয়](#)। একটা বৃহৎ বৃত্তের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, আরো বৃহৎ 'আমি' কে আবিষ্কার করা।

এটা হুমায়ুন আজাদ বোঝেন নি-তাই উপনিষদের আত্মচেতনার কবিতাকে বানালেন রোমান্টিক কবিতা। একেতো রোমান্টিসিজমটা হচ্ছে মহাভারত-লভজয় বলেই ছিলেন, রোমান্টিক মানে বৃটিশরা বোঝে এক, জার্মানরা আরেক-ফ্রান্সে অন্যমানে হয়। তাই রোমান্টিসিজম কথাটা চপের চপ (A. O. Lovejoy :On the Discrimination of Romantisms", 1924)। লভজয়ের মতে রোমান্টিক মানে এতো কিছু

হয়, যে রোমান্টিক সাহিত্য বলে কিছু দাবী না করায় ভালো।

প্রশ্ন ওঠে, রবীন্দ্রনাথের কবিতাই আমি কে?

আমি ম্যাক্সমুলারের আত্মীয় উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের কিছু পাঠ তুলে দিচ্ছিঃ

. Who is he whom we meditate on as the Self? Which is the Self?

That by which we see (form), that by which we hear (sound), that by which we perceive smells, that by which we utter speech, that by which we distinguish sweet and not sweet, (1) and what comes from the heart and the mind, namely, perception, command, understanding, knowledge, wisdom, seeing, holding, thinking, considering, readiness (or suffering), remembering, conceiving, willing, breathing, loving, desiring?

"আমার ই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনী হয়ে উঠল রাঙা হয়ে। আমি চোখ মেললুম আকাশে / জ্বলে উঠল আলো পূবে পশ্চিমে—"

অর্থাৎ বহির্জগতের অনুভূতিগুলির অনুধাবনেই আত্মচেতনা জেগে ওঠে। আর সে যখন জেগে ওঠে, তখন এই পৃথিবীর নশ্বর মায়া কাটিয়ে মুক্তিকামী হয় মন। পৃথিবীর মায়ার কারাগার ভাঙতে চান কবি - গীতাঞ্জলী থেকে সোনার তরী। এই একটাই তো গদ্য। বহির্জগতের সংস্পর্শে জেগে ওঠে আত্মচেতনা-আত্মচেতনা জাগলে ভাঙতে ইচ্ছা করে মায়ার বন্ধন। মায়ার বন্ধন ভাঙনের শ্রেষ্ঠ কবিতাটি নির্ব্বারের স্বপ্ন ভঙ্গ (কেন রে বিধাতা পাষান হেন/ চারিদিকে তার বাঁধন কেন।)। এটা উপনিষদের ক্লাশে স্বামী আমদের প্রিন্সিপাল মহারাজ স্বামী সুপর্ণানন্দ মহারাজ যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, তার থেকে ভালো সমালোচনা আমি এখোনো দেখি নি।

এই মায়াভাঙাকে যদি কেও যদি আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ রোমান্টিসিজম বলেন, কিছুই বলার নেই। শুধু লভজয়ের মতন বলতে হয়, ইহজগতের প্রায় সমস্ত সাহিত্যকেই রোমান্টিক বলে চালানো যায়! রোমান্টিক ভেজালের কি কোনো রং হয়?

যাই হোক ডঃআজাদ আজ বেঁচে নেই আমাদের মধ্যে। তিনি নিজের মতন করেই বুঝেছেন, সেটাই বলেছেন। আপত্তি নেই তাতে। শুধু সাহাদাতের মতন দুঃসাহাদাতের কচি সমালোচকরা ডঃ আজাদের আঁচলে লুকিয়ে অন্য সমালোচকদের গালি দেবেন, সেটা অসহ্য। যদি খেমতা থাকে, বেলুনে হাওয়া থাকে, তাহলে সাহাদাত রবীন্দ্রনাথের যে কোন একটা সাহিত্যকর্মের মৌলিক সমালোচনা লিখে দেখাক। কত এলিয়ট, মেরী আর মিলটন বুঝেছেন বোঝা যাবে। হাওয়ায় এদের নাম ওরানো, আর রোমান্টিসিজমের ইতিহাস না জেনে, সব কিছুই রোমান্টিক বলে চালানো খুব সোজা কাজ। সাহিত্যজ্ঞানের যা দৌড় দেখছি, রবীন্দ্রসাহিত্যের উপর একটা মৌলিক সমালোচনা লিখলেই, নিজের এলেম বুঝতে পারবে।

আমি ঘন্টায় চার পাঁচটা বিজ্ঞান পেপার পড়তে পারি। সুনীলের প্রথম আলো এক নাগাড়ে গোটা রাত্রি জেগে শেষ করেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একটা ছোট গল্প

বুঝতে, এক সপ্তাহ লাগে। উচ্চমানের সাহিত্য উপলব্ধি করা, বিজ্ঞান বোঝার চেয়ে শত গুন কঠিন। বহু কঠিন কাজ।

বিতর্কটা যদি হত চেকভের ছোট গল্প বনাম রবীন্দ্রনাথের বা আনাক্যারোনিয়ার সাথে বিনোদিনীর বা রাস্কলনিকভের অযৌক্তিকতাবাদের সাথে গোরার যুক্তিবাদের, আমি সানন্দে রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করতাম। বোঝা যেত, আমরা তাকে যত উঁচু দরের সাহিত্যিক ভাবি, তাঁর উপরেও অনেক সাহিত্যিক আছেন। সেটা না হয়ে, এই সব উৎকট রবীন্দ্রছাগলামি চলছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের উপর একটাও নতুন কোন সমালোচনা দেখলাম এই রবীন্দ্রবিরোধিতায়? আমার নিজের রবীন্দ্রজ্ঞান শূন্য স্বীকার করি, কিন্তু অন্যদের ঋণাত্মক জ্ঞান আরো অসহ্য।